গ্রন্থপঞ্জী

১) Opuscules de Philosophie Social
২) Cours de Philosophique Positive (ইংরাজী অনুবাদ 'The Positive Philosphy of Auguste Comte')
৩) Systeme de Politique Positive (ইংরাজী অনুবাদ 'System of Positive Polity')
৪) Discours Sur Lensemble du Positivism (ইংরাজী অনুবাদ 'A General View of Positivism')
৫) Traite Philosophique d' Astronomie Popularie (ইংরাজী অনুবাদ 'A Discourse on the Positive Spriti')।

N-10

ত্রিস্তর বিধি (Law of three stages)

কোঁতের মতে সমাজতত্ত্ব হলো জ্ঞান ও কর্মের এক সম্মিলিত বিষয়। সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের তাৎপর্য ও গতি অনুধাবন করে এবং এর মাধ্যমে সমাজতত্ত্ব মানুষের লক্ষ্য পূরণের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্ব সব সময়ই সামাজিক নিয়মের অনুসন্ধান করে থাকে— যে নিয়মের দ্বারা অতীতকে ভালোভাবে বোঝা যাবে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ লাভ করা যাবে। সামাজিক পদার্থবিদ্যায় উদ্ভাবিত নানা নিয়মের মধ্যে কোঁত তাঁর ত্রিস্তর বিধি (Law of three stages)-কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। এই বিধি অনুসারে সমাজব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তি মানুষের চিন্তাধারার পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তির সাথে যুক্ত। কোঁত মানুষের চিন্তাজগৎ এবং সমাজব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনটি পৃথক পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। 'System of Positive Polity' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন, "Each of our leading conceptions, each branch of our knowledge, passes successively through three different theoretical conditions; the theological or fictitious; the metaphysical or abstract; and the scientific or positive." ("আমাদের প্রতিটি মুখ্য ধারণা, আমাদের জ্ঞানের প্রতিটি শাখা উপর্যুপরি তিনটি তাত্ত্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়; ধর্মতত্ত্বভিত্তিক বা কাল্পনিক; আধিবিদ্যক বা বিমূর্ত; এবং বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষবাদী।") কোঁতের মতে ব্যক্তি যেমন তার শৈশবের অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলির সম্বন্ধে ভয় ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে বয়ঃসন্ধিকালে অতিজাগতিক নিয়মাবলীতে আস্থা স্থাপন করে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বাস্তবধর্মী দৃষ্টবাদী প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি মানবসমাজও আদিম অবস্থায় ধর্মবোধ থেকে পরবর্তীকালে কিছুটা অগ্রসর হয়ে দর্শনভিত্তিক আদর্শবাদে এবং আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়। ধর্মতত্ত্বভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রাধান্যের কালে সমাজ হয় সমরভিত্তিক, আধিবিদ্যার ধারণার প্রাধান্যের সময় সমাজ আইননির্ভর

ও আনুষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং দৃষ্টবাদী চিন্তার প্রাধান্যের কালে শিল্পনির্ভর সমাজ গড়ে ওঠে।

ত্রিস্তর বিধির ধারণার ক্ষেত্রে কোঁত তাঁর গুরু ও পূর্বসূরী সাঁ সিমোঁর কাছে ঋণী। সাঁ সিমোঁও মানুষের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তিনটি কালানুসারী পর্যায়ের উল্লেখ করেন— ধর্মতত্ত্বভিত্তিক, আধিবিদ্যক ও বৈজ্ঞানিক। চিন্তার রাজ্যের এই তিন পর্যায়ের কোঁত-প্রদত্ত বিবরণও সাঁ সিমোঁর বিবরণের অনুসারী। সাঁ সিমোঁর লেখায় যে সব ধারণা অঙ্কুরিত ছিল সেইগুলিকেই কোঁত আরো সুস্পষ্ট ও সুসমন্বিত রূপ দিয়েছেন।

কোঁতের বিবরণ অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে মানুষ জগতের ধর্মতত্ত্বভিত্তিক (theological) ব্যাখ্যা প্রধান করেছিল। সে সময় মানুষ নিজের সত্তার অনুরূপ দেবদেবীদের দ্বারা বা ঈশ্বরের বিধান দ্বারা প্রকৃতি ও সমাজের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে— এরকম মনে করত। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস এবং এই শক্তি দ্বারা জাগতিক বিষয়সমূহের নির্ধারণ— এটাই ছিল এযুগের মূলমন্ত্র। জ্ঞানের এই আধ্যাত্মিক পর্যায় তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়—পবিত্র বস্তুর আরধনা (fetishism), বহু-ঈশ্বরবাদ (polythesim) এবং একেশ্বরবাদ (monotheism)। মানুষের জ্ঞান ছিল এই পর্যায়ে অবৈজ্ঞানিক এবং সমাজ ছিল প্রভুত্বভিত্তিক ও রাজতন্ত্রের অনুকূল। এই পর্যায়ে শৃঙ্খলা রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। ধর্মীয় অনুশাসন ও রাজকীয় নির্দেশ এই সময় শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করতে সাহায্য করত। এ সময় সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হতো বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। এই স্তরে সমাজ পরিচালনার প্রধান নীতি হিসাবে সামরিক শক্তির উপর গুরুত্ব দান করা হতো। এ সময় সমরনায়কগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাজা একজন শক্তিশালী সমরনায়ক ছাড়া আর কিছুই না। এই স্তরের সমাজব্যবস্থাকে কোঁত 'সমর-ভিত্তিক' ('militaristic') আখ্যা দিয়েছেন। এই সমাজে আগ্রাসনমূলক সামরিক মনোভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। এই পর্যায়ে পরিবার ছিল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস, পরিবারই ছিল একমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এই সময় কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান উপজীবিকা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পার্থিব ক্ষমতা অধিকতর প্রাধান্য পায় এবং ঐশ্বরিক বিধান ও দৈবশক্তির ধারণাকে অস্বীকার করা হয়। এই স্তরে পার্থিব ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে আধিবিদ্যক (metaphysical) চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটে। এ সময় মানুষ মনে করত যে সমাজ ও সামাজিক ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয় বিমূর্ত্ত নীতি এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দ্বারা; প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মাবলী হলো পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনার নির্ধারক। প্রকৃতির ধারণা দেবদেবীর ধারণার তুলনায় অস্বচ্ছ ও জটিলতর। বৌদ্ধিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এ সময় মানুষ কিছুটা এগিয়েছে। বিভিন্ন বিমূর্তনীতি, প্রাকৃতিক নিয়ম এবং প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকারের ধারণা এই সময় প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এ সময় প্রাকৃতিক বিধির অনুরূপ বিভিন্ন আইনের দ্বারা মানবসমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত— এরকম ধারণা প্রাধান্য লাভ করে। এই রকম সমাজে গড়ে ওঠে আইনসঙ্গত ও সুসংগঠিত

শাসনব্যবস্থা। কিন্তু আইনের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করায় সমাজের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয় এবং সমাজ সম্পর্কে মানুষের মনে একটা আনুষ্ঠানিক ধারণা গড়ে ওঠে। এই পর্যায়ের সমাজব্যবস্থাকে কোঁত 'আইন-নির্ভর ও আনুষ্ঠানিক' ('legalistic and formal') আখ্যা দিয়েছেন। এই সমাজে উপেক্ষিত হয় আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বকারীদের একচেটিয়া শাসন। ক্ষমতা চলে যায় সমরনায়কদের হাত থেকে আইনজ্ঞ ও কূটনীতিবিদদের হাতে। এই সমাজে সামরিক মনোভাব বিরাজ করলেও আগ্রাসন অপেক্ষা প্রতিরক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সমাজে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ সময়ে সমাজে শৃঙ্খলার দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু প্রগতির পথ প্রশস্ত না হয়ে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। কোঁতের মতে এই স্তরটি শুরু হয়েছিল মোটামুটি ১৩০০ সালে এবং তা অপেক্ষাকৃত অল্পদিন স্থায়ী ছিল। এই স্তরটি ছিল পরিবর্তন সূচক এবং এটি আগের স্তর ও পরের স্তরের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত হয়। এই সময় দৃষ্টবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী (positivist) চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। এই সময়ে সামাজিক বিষয়াদির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। এ সময়ে সামাজিক বিষয়সমূহের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণ কল্পনার উপর প্রাধান্য লাভ করে। এ সময়ে মানুষ বিভিন্ন ঘটনাসমূহের নির্ধারক হিসাবে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা করে। এই স্তরে শিল্পযুগের সূচনা হয়। প্রত্যক্ষবাদী মানবসভ্যতার মূল ভিত্তি হলো এই শিল্পসভ্যতা। শিল্পনির্ভর সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে দৃষ্টবাদী চিন্তাধারা। এই সময়ে শিল্পোৎপাদন সম্পর্কিত নীতির দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হতো। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের উন্মেষ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা সুসংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে সামরিক মনোভাব হ্রাস পায়। এই স্তরে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় শিল্পপতি ও বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা। এই পর্যায়ে দৃষ্টবাদমূলক নীতির প্রয়োগের ফলে সমাজে শৃঙ্খলা ও প্রগতির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। কোঁত যে আধুনিক শিল্পনির্ভর (industrial) সমাজের কথা বলেছেন তা হলো প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক সমাজ। কোঁতের সময়ই এই সমাজ গড়ে ওঠে। কোঁত বিশ্বাস করতেন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মণ্ডিত এই শিল্পনির্ভর সমাজ কালে কালে সমস্ত মানুষের সমাজে পরিণত হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র এই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের অগ্রগতির প্রতিটি স্তর পূর্ববর্তী স্তর অপেক্ষা উন্নত এবং শিল্পনির্ভর সমাজ হলো সর্বশেষ ও ফলতঃ সবচেয়ে উন্নত স্তর।

কোঁতের ত্রিস্তর বিধি—যা কিনা প্রকৃতপক্ষে প্রগতির তত্ত্ব—বিবর্তনের একমুখী তত্ত্ব হিসাবেও আখ্যাত হয়েছে। তিনি মানবপ্রজাতির উন্নতির একটি নির্দিষ্ট ছক কষে দিয়ে গিয়েছিলেন যে ছক অনুসারে ব্যক্তিমান, মানবমন ও মানবসমাজ অগ্রসর হয়ে অবশেষে দৃষ্টবাদী স্তরে উপনীত হয়। কোঁত বিশ্বাস করতেন যে মানুষের প্রগতির এই অবশ্যম্ভাবী ধারা গোটা মানবসমাজের ইতিহাসের একতা সাধন করেছে।

বিজ্ঞানসমূহের ক্রমবিন্যাস (Hierarehy of sciences)

জ্ঞানের বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরে মানুষের একধরনের অসম্পূর্ণ বিশ্ববীক্ষা ছিল। এই বিশ্ববীক্ষা ছাড়া মানুষের নিজের ও সমাজের অস্তিত্ব মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ত, কারণ সে জগৎ-সংসারের ঘটনাবলীর কোনো কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারত না। ধর্মতত্ত্বভিত্তিক ও আধিবিদ্যক চিন্তাধারার সাহায্যে এসময়ে মানুষ কিছুটা পরিমাণে জগৎ-সংসারের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করতে পারল এবং সবকিছুর একটা কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারল। ভুল বা অর্ধসত্য হলেও এই ব্যাখ্যা মানুষের বুদ্ধিগত অস্তিত্বের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ছিল।

বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রায় মানুষের ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রাথমিক আবির্ভাবের সাথে সাথেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা আসে না। জ্ঞানরাজ্যের দীর্ঘ বিবর্তনের ফলে মানুষের মনন জগৎ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলে তবেই মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা প্রত্যক্ষবাদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে এবং সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবাদকে প্রয়োগ করা তবুও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু মানুষকে, বিশেষতঃ মানবসমাজকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবাদ প্রয়োগ করা আরো অনেক বেশি কঠিন।

কোঁতের মতে মানবমন ও সমাজের মতো বিভিন্ন বিজ্ঞান ও বিদ্যাগুলিও বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যায় এবং অবশেষে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ, কোনো বিষয়ের অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্ত জ্ঞানই পরবর্ত্তীকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা প্রত্যক্ষবাদের প্রয়োগে সংশোধিত হয় এবং বিষয়টি ক্রমেই বিজ্ঞানভিত্তিক ও সঠিক হয়ে ওঠে। যেমন জ্যোতির্বিদ্যা পূর্বে জ্যোতিষভিত্তিক ছিল। পরে তা জ্যোতিষের ভ্রান্ত কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণা পরিত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে। মানুষের সমাজবিষয়ক জ্ঞানও পূর্বে অতিমাত্রায় ধর্মতত্ত্বভিত্তিক ও আধিবিদ্যক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পরবর্তীকালে তা প্রত্যক্ষবাদী ধারণা গ্রহণপূর্বক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করে।

কোঁত প্রত্যক্ষবাদ কোন বিদ্যার ক্ষেত্রে কত তাড়াতাড়ি গৃহীত হলো তার ভিত্তিতে বিদ্যা বা বিজ্ঞানগুলির একটি ক্রমবিন্যাস ছকেছেন। সাধারণ ও বিমূর্ত বিদ্যাগুলির ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষবাদ প্রথমে গৃহীত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে তা মূর্ত ও জটিল বিদ্যাগুলির ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। গণিতের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষবাদ সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয় বলে গণিতই বিজ্ঞানসমূহের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভিত্তির কাজ করে। তার পরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবাদ প্রযুক্ত হয়। আরো কিছু পরে অন্যান্য ভৌতবিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে— অর্থাৎ বলবিদ্যা (Mechanics), পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হয়। এ সময় জ্ঞানের অধিগত বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত সরল— প্রাকৃতিক অচেতন ভৌতপদার্থ মাত্র।

এর পরবর্তী পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়ে প্রত্যক্ষবাদ প্রযুক্ত হলো। জীববিদ্যায় জীবদেহের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবাদ গৃহীত হলো। চেতনাবিশিষ্ট জীবদেহ কোঁতের

মতে অচেতন ভৌতপদার্থ অপেক্ষা জটিলতর বিষয়। সবশেষে মানবসমাজের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষবাদ প্রয়োগ করা হলো। প্রত্যক্ষবাদ প্রয়োগের এটাই সবচেয়ে জটিলতম ক্ষেত্র। বিজ্ঞানসমূহের ক্রমবিন্যাসের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে সমাজবিজ্ঞানসমূহ। সমাজবিজ্ঞানসমূহ পূর্ববর্তী বিজ্ঞানসমূহের অবদানগুলি গ্রহণ করেছে এবং এদের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতির চূড়ান্ত রূপ মূর্ত হয়েছে। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে এই প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতি সমাজের এক বৈজ্ঞানিক পঠনপাঠনের সূচনা করেছে যার নাম হলো সমাজতত্ত্ব। মানবসমাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত প্রত্যক্ষবাদী ধারণাকেই 'সমাজতত্ত্ব' বলে কোঁত অভিহিত করেছেন। বিজ্ঞানসমূহের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই সমাজতত্ত্ব হলো ছাদের মতো। কোঁত বলেছেন, "Sociology is the queen of all sciences." ("সমাজতত্ত্ব হলো সকল বিজ্ঞানের রাণী।") মানবীয় আচরণের জটিলতার জন্য এটি সর্বাপেক্ষা জটিলতম বিষয় এবং মানুষের বর্ণনা করা, বিশ্লেষণ করা ও অধীত জ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ করার চূড়ান্ত ক্ষমতার পরিচায়ক।

ভৌতবিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান ছিল বিশ্লেষণাত্মক। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভৌতপদার্থগুলির মধ্যে বা তাদের উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় এবং এভাবে বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। জীববিদ্যার ক্ষেত্র থেকেই মানুষের জ্ঞান সংশ্লেষণাত্মক হতে আরম্ভ করে। কারণ জীবদেহের একটি অংশকে সমগ্র জীবদেহের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনা না করলে ঠিক বোঝা যায় না। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির চরম প্রয়োগ ঘটে। কারণ মানুষ গোটা সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। কোঁতের ভাষায়, "In the inorganic science, the elements are much better known to us than the whole which they constitute; so that in that case we must proceed from the simple to the compound. But the reverse method is necessary in the study of Man and Society; Man and Society as a whole being better known to us, and more accessibly subjects of study, than the parts which constitute them."

("ভৌতবিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে আমরা উপাদনগুলিকে সেইসব উপাদান দ্বারা গঠিত সমগ্রের চেয়ে ভালোভাবে জানি; অতএব সেক্ষেত্রে আমরা সরল থেকে যৌগিকের দিকে অগ্রসর হব। কিন্তু মানুষ ও সমাজের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে এর বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক; কারণ যে অংশগুলি মানব ও সমাজ গঠন করেছে তাদের চেয়ে মানব ও সমাজ সামগ্রিকভাবে আমাদের নিকট বেশি পরিচিত এবং আমাদের পঠনপাঠনের অধিগম্য বিষয়।") সামাজিক কাঠামোগত বিভিন্ন উপাদানকে ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে গোটা সমাজের প্রেক্ষাপটে স্থাপন না করলে কখনই বোঝা যাবে না। কোঁত মনে করতেন যে মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোনো বিশেষ পর্যায়কে সমগ্র বিবর্তনপদ্ধতির প্রেক্ষাপটে রেখে বুঝতে হবে।

প্রত্যক্ষবাদ ও সমাজতত্ত্ব (Positivism and Sociology)

কোঁত প্রত্যক্ষবাদের বা দৃষ্টবাদের প্রবক্তা হিসাবে সুপরিচিত। প্রাচীন গ্রীসের 'সফিস্ট' ও 'অ্যাস্টমিস্ট' নামে পরিচিত চিন্তাবিদদের ধারণায় সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের পরিচয় মেলে। আধুনিক কালে ফ্রান্সিস বেকনের লেখায় প্রত্যক্ষবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষবাদী অন্যান্য চিন্তাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জন লক, বেন্থাম, ভলতেয়ার, বার্কলে প্রভৃতি। কোঁত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানবসমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সমাজবিজ্ঞানটির উদ্ভব ঘটান তাকে তিনি প্রথমে 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' (Social Physics) এবং পরবর্তীকালে 'সমাজতত্ত্ব' (Sociology) নামে আখ্যায়িত করেন।

কোঁতের অভিমত অনুসারে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা ভাবনাচিন্তার কোনো স্থান নেই। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তিনি কোনো রকম বিমূর্ত নীতি (abstract principles) বা অনুমাননির্ভর মতামত (speculative theories)-কে একেবারেই সমর্থন করেননি। তিনি বলেছেন, "বৈজ্ঞানিক তথ্যদিই হলো জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি এবং সত্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ।" বিভিন্ন সামাজিক বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি সমাজতত্ত্বে পর্যবেক্ষণ (observation), পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experimentation) এবং তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ (comparison)-এর পদ্ধতি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিজ্ঞানের এসব চিরাচরিত পদ্ধতির সাথে কোঁত সমাজতত্ত্বে ঐতিহাসিক পদ্ধতির সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানবপ্রজাতির পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সাধারণ সূত্র প্রণয়ন করা হয়। কোঁতের মতে ইতিহাসের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তকে গোটা ঐতিহাসিক বিবর্তন-পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন না করলে বোঝা যায় না। কোঁত আরো বলেছেন যে কোনো বিশেষ সামাজিক বিষয়কে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাকে গোটা সমাজের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনা করতে হবে। যেমন একটি বিশেষ ধর্মের সামাজিক তাৎপর্য বুঝতে হলে সেটিকে গোটা সমাজের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে। উপাদানের চেয়ে পূর্ণের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কোঁত বিশ্লেষণাত্মক (analytical) অপেক্ষা সংশ্লেষণাত্মক (synthetic) পদ্ধতির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রেমন্ড অ্যারোঁর মতে, "Auguste Comte may be considered as, first and foremost, the sociologist of human and social unity." ("অগাস্ত কোঁতকে প্রাথমিকভাবে এবং প্রধানতঃ মানবীয় এবং সামাজিক ঐক্যের প্রবক্তা সমাজতত্ত্ববিদ বলে মনে করা যেতে পারে।") মানবসমাজের ঐক্য এবং মানব-ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা প্রতিপন্ন করা তাঁর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রত্যক্ষবাদের প্রয়োগের দ্বারা তিনি মানবপ্রজাতির ইতিহাসের কতকগুলি সূত্র প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। কোঁতের মতে প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষই এক ধরনের। মানবপ্রকৃতির এবং মানবগঠিত

সমাজের প্রকৃতির একটা সর্বজনীনতা আছে যা দেশকাল ভেদে সত্য। যেমন, কোঁতের মতে মানুষ কাজ করার সময় সাধারণতঃ ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি অপেক্ষা পরার্থপর আবেগানুভূতির দ্বারা অধিক পরিচালিত হয়। মানুষের প্রকৃতিগত এই ঐক্য থেকে কোঁত বিভিন্ন মানবসমাজের ইতিহাসের ঐক্য সাধনের প্রয়াস করেছেন।

কোঁত মনে করতেন যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে যুক্তিবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী নয়। কিন্তু সমাজ ও মানবমনের বিবর্তন ও প্রগতির সাথে সাথে মানুষ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং প্রত্যক্ষবাদের প্রয়োগের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়াদি (phenomena) যে সকল সূত্রের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সেগুলিকে অনুধাবন করতে পারে। কোঁতের মনে মানবমনের অগ্রগতি ও মানবসমাজের বিবর্তনের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। অতএব যে সকল সমাজ অধিকতর উন্নত ও জটিল সেখানেই মানুষের অধিকতর বৌদ্ধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কোঁত একটি নির্দিষ্ট ছকে মানবেতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মূল ক্রমবিন্যাসকে বাঁধতে চেয়েছিলেন। এই ছকটি হলো তাঁর বিখ্যাত ত্রিস্তর বিধি। কোঁতের মতে সমাজতত্ত্ব হলো মানবমনের ক্রিয়ার ক্রমপুঞ্জিত ফলাফলের পঠনপাঠন।

কোঁত সমাজতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে গিয়ে তাঁর "System of Positive Polity' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "Thus we already possess celestial physics (astronomy), terrestrial physics (geology and geography), mechanical and chemical physics (engineering and chemistry), vegetable physics (botany), animal physics (zoology). We still need one physical science—social physics (sociology)—in order to complete the natural sciences..." ["অতএব আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি মহাকাশগত পদার্থবিদ্যা (জ্যোতির্বিজ্ঞান), ভূ-সম্বন্ধীয় পদার্থবিদ্যা (ভূতত্ত্ব ও ভূগোল), যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদার্থবিদ্যা (যন্ত্রবিদ্যা ও রসায়ন), উদ্ভিদ্-সম্বন্ধীয় পদার্থবিদ্যা (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা), প্রাণিবিষয়ক পদার্থবিদ্যা (প্রাণিবিদ্যা)। প্রকৃতি-বিজ্ঞানগুলিকে সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন আরো একটি পদার্থগত বিজ্ঞানের—সামাজিক পদার্থবিদ্যা (সমাজতত্ত্ব)...।"] তিনি বিশ্বাস করতেন যে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি যেমন অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত, সামাজিক পদার্থবিদ্যাও তেমনি অলঙ্ঘনীয় বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিবর্তনের সূত্রাবলী নির্ধারণে রত। তাঁর মতে কিভাবে আদিম মানুষ—যারা কিনা বানরের থেকে সামান্য উন্নত ছিল— বিবর্তনের পথ বেয়ে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার স্তরে উন্নত হলো তা উদ্ঘাটন করাই হলো সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য।

সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা (Social Statics and Social Dynamics)

কোঁত সামাজিক পদার্থবিদ্যা বা সমাজতত্ত্বকে 'সামাজিক স্থিতিবিদ্যা' (Social Statics) এবং 'সামাজিক গতিবিদ্যা' (Social Dynamics)—এই দুই ভাগে ভাগ করেন। সমাজকাঠামোর স্থিতি ও ঐক্যের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান হলো সামাজিক স্থিতিবিদ্যার

আলোচ্য বিষয়। অপরদিকে সামাজিক গতিবিদ্যার বিষয়বস্তু হলো সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদির অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান। সামাজিক স্থিতিবিদ্যা সমাজের গঠনকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর সামাজিক গতিবিদ্যা হলো সমাজের উন্নতি ও প্রগতির সাথে সম্পর্কিত। সামাজিক শৃঙ্খলা সামাজিক স্থিতিশীলতাকে নির্দেশ করে। আর সামাজিক গতিশীলতা সামাজিক প্রগতিকে নির্দেশ করে।

কোঁতের মতে সমাজশৃঙ্খলার একটি মূল উপাদান হলো বিশ্বজনীন ঐক্যমত (consensus universalis) যা কিনা বিভিন্ন মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ হতে এবং সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মানুষের বৌদ্ধিক ও প্রকৃতিগত একতার জন্য এই ঐক্যমত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়। মানুষের সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে—বিজ্ঞানে, কলায়, রাজনীতিতে, মূল্যবোধে, আদর্শে—এই বিশ্বজনীন ঐক্যমত সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সামাজিক স্থিতিবিদ্যা সেই উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করে যেগুলি এই ঐক্যমত গড়ে তোলে এবং যার পরিণতিতে ব্যক্তিরা সমাজবদ্ধ হয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সমন্বিত সমাজকাঠামো গড়ে ওঠে।

তাঁর 'System of Positive Polity' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কোঁত সামাজিক স্থিতিবিদ্যার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সামাজিক স্থিতিবিদ্যার দু'টি ভাগ আছে—(১) মানবপ্রকৃতির গঠনসংক্রান্ত এবং (২) সমাজপ্রকৃতির কাঠামোসংক্রান্ত আলোচনা।

মানবপ্রকৃতির গঠনসংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে কোঁত বলেছেন যে মানুষ হলো আবেগপ্রবণ, কর্মপরায়ণ ও বুদ্ধিমান। প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয় আছে। মস্তিষ্ক থেকে বুদ্ধির উদ্ভব হয়। বিভিন্ন মানুষের মস্তিষ্কের গঠন অনেকটা একই ধরনের। এই কারণে মানবসমাজের বৌদ্ধিক ঐক্য সম্ভব হয়। হৃদয় থেকে দু'টি বিষয়ের উদ্ভব হয়—আবেগানুভূতি ও কর্মপ্রবৃত্তি। মানুষ তার কাজের ক্ষেত্রে বুদ্ধি অপেক্ষা আবেগানুভূতির দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হয়। বিমূর্ত চিন্তা, অনুমান ও সন্দেহ কখনই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে না। বরং মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় আবেগতাড়িত হয়ে, যদিও এই আবেগতাড়িত কর্মপ্রবৃত্তির বৌদ্ধিক নিয়ন্ত্রণ দরকার। এই কারণেই কোঁত বলেছেন যে মানুষকে আবেগ-বশবর্তী হয়ে কাজ করতে হয় এবং কাজ করার জন্য তাকে ভাবতে হয়। কিন্তু বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হলেও বাস্তবে মানুষের উপর তার নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কম। মানুষ সাধারণভাবে স্বার্থপর নয়। পরার্থপরতার বোধ তার মধ্যে বেশি। এই পরার্থপরতার বোধই সমাজকাঠামোকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

সমাজপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করে কোঁত ধর্মের তত্ত্ব, ভাষার তত্ত্ব, সম্পত্তির তত্ত্ব, পরিবারের তত্ত্ব ও শ্রমবিভাগের তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মতে সমাজে যে ঐক্যমতের প্রয়োজন তা ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। ভাষা ও সম্পত্তি উভয় ক্ষেত্রেই সঞ্চয়ের মাধ্যমে সভ্যতা সমৃদ্ধিশালী হয়। ভাষার মাধ্যমে আমরা পূর্বসূরীদের বৌদ্ধিক ও জ্ঞানগত উত্তরাধিকার লাভ করি। সম্পত্তিও হলো বিভিন্ন বস্তুর সঞ্চয় যা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয়ে যায়। অতএব ভাষা ও সম্পত্তি এই নিশ্চয়তা দেয় যে মানুষের জ্ঞানগত বা বস্তুগত সঞ্চয় তার মৃত্যুর সাথে সাথে বিনষ্ট হয় না। এই দু'টি হলো সভ্যতার বাহক।

পরিবার ও শ্রমবিভাগের তত্ত্বে তিনি বলেছেন যে পরিবার মূলতঃ মানুষের হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করে এবং শ্রমবিভাগ প্রকাশ করে মানুষের কর্মপ্রবণতাকে। মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব, পরিবারের মধ্যেও সেই সম্পর্কগুলি প্রায় সবই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ভাইবোনের মধ্যে সমতার সম্পর্ক, পিতামাতার সাথে শিশুর শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রভুত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্ক ইত্যাদি। শ্রমবিভাগের বিষয়ে কোঁত বলেছেন যে এর দ্বারা কর্মে বিভিন্নতার সাথে সাথে মানুষে মানুষে সহযোগিতা ঘটে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে সমাজের সংগঠনে বলপ্রয়োগের প্রাধান্য দেখা যায়। সামাজিক গতিবিদ্যা হলো সেই অনুক্রমিক স্তরগুলির পর্যালোচনা যেগুলি মানবসমাজ এক এক করে পেরোয়। কোঁতের মতে মানবসমাজ ও মানবমনের বিকাশের গতিবিধি নির্দিষ্ট সূত্রের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এ বিষয়টির অনুধাবনে সাহায্য করে। কিন্তু এই ধরনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঐতিহাসিকের বিভিন্ন ঘটনার কালানুক্রমিক পর্যালোচনা নয়। এই ইতিহাস হলো ব্যক্তিভূমিকা-বর্জিত ইতিহাস—এক বৈজ্ঞানিক ইতিহাস যাতে মানবমন ও সমাজের কালানুক্রমিক বিকাশে বিমূর্ত সামাজিক নিয়মাবলীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়। কোঁত একথা স্বীকার করেছেন যে এই ধরনের সামাজিক বিকাশের গতিবিধি সবসময় একমুখী হয় না। যাঁরা পুরোপুরি একমুখী সামাজিক বিবর্তনের প্রবক্তা বলে কোঁতের সমালোচনা করেছেন তাঁরা ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কোঁত মনে করতেন যে সামাজিক বিকাশের অন্যতম উপাদান হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের মানসিক শক্তিসমূহের বিকাশ। তিনি একদা একথা বলেছিলেন যে সমাজের সার্বিক বিকাশের সাথে সাথে সমাজের শিশুরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। তিনি মনে করতেন যে সমাজের সর্বক্ষেত্রে—শারীরিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—বিকাশ অনিবার্য। তবে বৌদ্ধিক বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চিন্তার বিকাশের দ্বারাই মানুষের ইতিহাস নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে বস্তুগত উন্নতিও ঘটে। কোঁত মনে করতেন যে ইউরোপে তথা বিশ্বে যে সামাজিক বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ দেখা যায় তার কারণ হলো প্রজাতিগত, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক তারতম্য।

সামাজিক স্থিতি ও সামাজিক গতিকে 'সমাজ-শৃঙ্খলা' ও 'প্রগতি' বললে আরো ভালোভাবে বোঝা যায়। সমাজ-শৃঙ্খলার স্বার্থে সামাজিক স্থিতি সামাজিক গতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোঁতের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রগতি হলো বিদ্যমান সমাজ-শৃঙ্খলার উন্নতিসাধন। ("Progress is the development of order.") কোঁতের সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে শৃঙ্খলা ও প্রগতির দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়। একদল রক্ষণশীল চিন্তাবিদ সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার উপর অধিক গুরুত্ব দেন এবং সামাজিক প্রগতি ও গতিশীলতার বিষয়টি উপেক্ষা করেন। আবার আরেক দল চিন্তাবিদ সামাজিক প্রগতি ও গতিশীলতার উপর জোর দেন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার বিষয়টি উপেক্ষা করেন। কিন্তু কোঁতের মতে এ দু'য়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার সাথে সামাজিক প্রগতি ও গতিশীলতার সমন্বয়

সম্ভব। সুসংগঠিত ও সুসংহত সমাজজীবনের স্বার্থে শৃঙ্খলা ও প্রগতি উভয়েই অপরিহার্য, এবং সত্যকার সমাজবিজ্ঞান সেই সূত্রের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করবে যা শৃঙ্খলা ও প্রগতি উভয়কেই সম্ভব করে তোলে। কোঁত মন্তব্য করেছেন, "The distinction is between two aspects of theory. It corresponds with the double conception of order and progress : for order consists in a perfect harmony among the conditions of social existence, and progress consists in social development." ("এই পার্থক্যটি হলো একই তত্ত্বের দু'টি দিকের পার্থক্য। এটি শৃঙ্খলা ও প্রগতির দ্বৈত প্রত্যক্ষের অনুরূপ : কারণ সামাজিক অস্তিত্বের শর্তাবলীর পূর্ণ সামঞ্জস্যেই শৃঙ্খলা বিরাজ করে, এবং সামাজিক বিকাশে প্রগতি বিরাজ করে।")